দৈনিক সংবাদ
30 APR 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ক্লাস বসে গাছতলায় ।। জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলো মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না

দিনাজপুর, ২৮শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।-দিনাজপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে চরম সংকটের সম্মুখীন। জেলার ১৩টি উপজেলায় অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহেরই জরাজীর্ণ অবস্থা ও আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ফলে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়াও বই, কাগজ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি এবং অভিভাবকদের আর্থিক সংকট থাকায় জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

এ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ৬৮টি। এর মধ্যে সরকারী বিদ্যালয় ৮শ' ২৮টি এবং বেসরকারী [illegible] ৪০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় জনসাধারণের চাঁদা ও প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। জেলায় ১৩টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলোতে এখনও পাকা ভবন গড়ে উঠেনি। অধিকাংশ সরকারী বিদ্যালয় খড়, ছন বা টিনের ছাউনি এবং চাটাই বা বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এ সকল বিদ্যালয় গৃহের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সামান্য ঝড়বৃষ্টি হলেই এ সকল বিদ্যালয়ের ছাউনি উড়ে যায়। গত বছর এবং চলতি বছর কালবৈশাখীতে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় ঘরগুলো মেরামত করা হয়নি। আকাশে মেঘ দেখলেই এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিতে হয়। এ ছাড়া ঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলোর ক্লাস চলে গাছতলায় বা বাড়ীর বৈঠকখানায়। আর যে সকল বিদ্যালয়ের ভবন পাকা রয়েছে সে সব ভবনেও কিছু ফাটল ধরেছে। বর্ষা মৌসুমে ফাটল দিয়ে পানি পড়ে। এছাড়া কিছু কিছু ভবনের ছাদ ধসে পড়ারও আশংকা রয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ সব বিদ্যালয়ে ক্লাশ করতে হয়। অপরদিকে সরকারী ও বেসরকারী অধিকাংশ বিদ্যালয়েই টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব খুবই তীব্র। আসবাবপত্রের অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে মেঝেতে পাটি বা চট বিছিয়ে ক্লাশ করতে হয়। বিদ্যালয়গুলোর খাবার পানির তীব্র অভাব এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অর্ধেকেরও বেশী বিদ্যালয়ে নলকূপ নেই। যে সকল বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে তারও অধিকাংশ বিকল। এ ছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পায়খানা, প্রস্রাবখানার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। জেলায় ১৩টি উপজেলার শূন্য শিক্ষকদের পদ পূরণের ব্যাপারেও অভিযোগ রয়েছে।

বই-পুস্তক-কাগজসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক সংকটের কারণে জেলার ১৩টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

বিদ্যালয়গুলোর হাজিরা খাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকার তুলনায় উপস্থিতির হার খুবই কম। শিক্ষকের উপস্থিতির হারও কম।